# বিজয়সরণি

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৭

জেলা প্রশাসন, ঢাকা

# আমার দেশের অমূল্য সম্পদ: মানব সম্পদ

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশ পাকিস্তানের পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত হওয়ার জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লাখো শহীদের প্রাণের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন বাংলাদেশ। এ দেশ যদি পরাধীন থাকতো তাহলে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক আমাদের এই বিশাল জনগোষ্ঠিকে শুধু বোঝাই মনে করতো না, সকল সুযোগ সুবিধা ও সম্ভাবনা থেকে আমাদের বঞ্চিত করে চিরতরে পঙ্গু করে রাখতো। কিন্তু দেশ আজ স্বাধীন, বাংলাদেশ সরকার পরিচালনা করছে এ মাটিতেই যার জন্ম। তাই বাংলাদেশের জনগণকে বোঝা নয়, অমূল্য সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার অপার সম্ভাবনা দেখছেন সরকার প্রধান।

বাংলাদেশের মানব সম্পদ নিঃসন্দেহে অমূল্য সম্পদ, কেননা, Demographic Dividend এর দিক থেকে আমাদের দেশ একটি দৃঢ় অবস্থানে আছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ১৮-৫৫ বছর বয়সী মানুষের সংখ্যা প্রায় ৬০ শতাংশ। এই যুবশক্তি বিশ্বের খুব কম দেশেই আছে। আমরা যদি বিশ্বের উন্নত দেশ, আমাদের বন্ধু প্রতিম দেশ জাপানের দিকে তাকাই, দেখা যাবে সেদেশ বর্তমানে বয়স্ক নাগরিকে ভারাক্রান্ত। ফলে মানব সম্পদ উন্নয়নের সম্ভাবনাও কম। দেশটি বর্তমানে বয়স্কদের কেয়ার গিভারের বিকল্প হিসেবে রোবট ব্যবহারে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কিন্তু আমরা জানি, রোবট কখনও মানুষের বহুমাত্রিক ক্ষমতার বিকল্প হতে পারে না। তাই আমরা গর্বের সাথে বলতে পারি, বাংলাদেশ মানব সম্পদে সমৃদ্ধ একটি দেশ।

এ দেশে খনিজ সম্পদ তথা-সোনা, রূপা, হীরা, জহরত, তেল, পেট্রোলিয়াম নেই। তবে আছে অপার সম্ভাবনাময় কর্মক্ষম যুবশক্তি যারা তাদের কর্মদক্ষতা, নিষ্ঠা ও উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে শুধু দেশে নয় বিদেশেও কর্মক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করে চলেছে। বর্তমানে বিশ্বের ১৬২ টি দেশে ১ কোটির অধিক বাংলাদেশী কর্মী কর্মরত আছে এবং তাদের প্রেরিত রেমিটেন্স এদেশের উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি।

দীর্ঘ ৯ বছর ধরে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বিএমইটি ও ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এর সর্বোচ্চ পদে দায়িত্ব পালনকালে মানব সম্পদ উন্নয়নে আমার কাজ করার সুযোগ হয়েছে। ফলে অভিজ্ঞতার ঝুলিতে রয়েছে অনেক সাফল্য কথা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত আমাদের কর্মীদের বিষয়ে সেসব দেশের নিয়োগকর্তা এবং সরকার ভূয়সী প্রশংসা করে থাকেন। তাদের দৃষ্টিতে বাংলাদেশী কর্মীদের যেসকল বিশেষত্ব অতুলনীয়, তম্মধ্যে কর্মীদের তীক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তা, কর্মনিষ্ঠা ও যে কোন ভাষা দ্রুততম সময়ে রপ্ত করার সক্ষমতা অন্যতম। আমাদের যুবশক্তির এই অসামান্য সক্ষমতা নিঃসন্দেহে এদেশের মাটির গুণ।এ যুবশক্তিকে দেশের উন্নয়নে কাজে লাগানোর এখনই উপযুক্ত সময়। সে লক্ষ্যে বর্তমান সরকার মানব সম্পদ উন্নয়নে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করে চলেছে। সকল জেলায় ১ টি করে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ৬টি ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি) সহ মোট ৭০ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন ট্রেডে বাংলাদেশী কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৬ সালে দক্ষতা উন্নয়ন কোর্স, হাউস কিপিং ও প্রাক বহির্গমণ কোর্সে ৫,৬৭,২৭৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল উপজেলায়ও তৈরী হবে কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। মহিলা কর্মীদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা নিরাপদ ও

নির্বিঘ্ন করার জন্য আবাসিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যে সকল দক্ষ কর্মীর প্রাতিষ্ঠানিক কোন সনদ নেই, অথচ দেশের বিভিন্ন শিল্প কারখানায় কাজ করছে, তাদেরকে অতি সম্প্রতি গৃহীত RPL(Recognition of Prior Learning) এর আওতায় ২০১৬ সালে মোট ১১৩৮ জনকে সনদ দেয়া হয়েছে। এতে তাদের বেতন ও মর্যাদা বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু তাই নয়, আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর অবকাঠামোগত আধুনিকায়নসহ প্রশিক্ষকদেরও আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। সম্প্রতি ঢাকায় ১টি কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট স্থাপনের মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ মন্ত্রণালয় দেশের অভ্যন্তরে এবং বর্হিবিশ্বে বিদ্যমান শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মানোন্নয়নের বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। দেশের অভ্যন্তরে এলাকা ভিত্তিক শিল্প কারখানার মালিকদের সাথে আলোচনা করে যে ধরণের প্রশিক্ষণের চাহিদা সেই ধরণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং বহির্বিশ্বে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, চায়না, সিংগাপুর এর টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউটগুলোর সাথে চুক্তি করা হয়েছে।

এদেশের যুব শক্তিকে সর্বোত্তমভাবে দেশমাতৃকার উন্নয়নে কাজে লাগানের জন্য এ মুহূর্তে প্রয়োজন উপযুক্ত নেতৃত্ব এবং সঠিক দিক নির্দেশনা। বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও দূরদর্শী দিক নির্দেশনায় দেশ আজ মানব সম্পদ উন্নয়নে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

পরিশেষে বলতে চাই, ১৯৭১ সালে এক ঝাঁক যুবশক্তির অদম্য লড়াইয়ের ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন দেশের ভগ্নদশা থেকে উত্তরণে তারাই তাদের শ্রম, মেধা ও কর্মনিষ্ঠা দিয়ে দেশের অর্থনীতির চাকাকে করেছে সচল। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে আর বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধির নেপথ্যেও রয়েছে মানব সম্পদের সীমাহীন অবদান।

উপরন্তু, বিশ্বের মানচিত্রে অচিরেই মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশের লক্ষ্যে বাংলাদেশ যে কর্মযজ্ঞ পরিচালনা করে চলেছে তার মূল শক্তি হল আমাদের মানব সম্পদ। সুতরাং বলতে দ্বিধা নেই মানব সম্পদ, আমার দেশের অমূল্য সম্পদ।